অমৃত বাজার পত্রিকা

৩য় ভাগ } ২৪ ভাদ্র বৃহস্পতিবার সন ১২৭৭ সাল ৮ ই সেপ্টেম্বর ১৮৭০ খৃঃঅব্দ } ৩০ সংখ্যা

অমৃত বাজার পত্রিকা

২৪ ভাদ্র বৃহস্পতিবার।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে বোম্বাইর হিন্দু সমাজ কর্ত্তৃক সাব্যস্ত হইয়াছে, বিধবা বিবাহ শাস্ত্র সম্মত। বোম্বাইরা কথা অপেক্ষা কাজের লোক বেশী এবং যদিও তাহারা এবিষয়ে আমাদের অনুসরণ করিয়াছেন সম্ভবতঃ তাহারা শীঘ্রই সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিবেন।

আজ বৎসর দেড়েক হইল, এক বার এ দেশের জন কয়েক যুবক যোদ্ধা শ্রেণীতে প্রবেশ নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট কোন সুযোগ প্রাপ্ত না হইয়া, ফারাশিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট উৎসাহ প্রার্থনা করেন। আবার সম্প্রতি প্রায় আশী জন যুবক গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিয়াছেন যে তাহারা স্বাবলম্বিত হইয়া ও বিনা বেতনে একটি দেশীয় বন্দুকধারী সৈন্য দলের সৃষ্টি করিতে অভিলাস করেন। গবর্ণমেণ্টের কেবল বন্দুক ও বারুদ গোলা দিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট এক্ষণ পর্য্যন্ত কোন আজ্ঞা দেন নাই। লডমেওর রাজ্যে যে এটি হইবে আমাদের সে আশা কোন মতে হইতেছে না।

বারানসীর মহারাজা সর দেবনারায়ণ সিংহ বাহাদুরের মৃত্যু হইয়াছে। এদেশের মধ্যে ইনি এক জন ভারি বিখ্যাত রাজা ছিলেন এবং সাধারণ মঙ্গলের নিমিত্ত অকাতরে দান করিতেন। সিপাহী যুদ্ধের সময় ইংলিস গবর্ণমেণ্ট ইহা কর্ত্তৃক বিস্তর সাহায্য প্রাপ্ত হন।

লডমেও বিদ্রোহ সুচক আইনটি বিধিবদ্ধ করিবার নিমিত্ত ভারি ব্যস্ততা দেখাইতেছেন। গত ১৬ই আগষ্ট তারিখে ষ্টিফিন সাহেব ইহার পাণ্ডুলিপি ব্যবস্থাপক সভাতে উত্থাপন করেন। ২৩ তারিখে এটী সিলেকট কমিটিতে অর্পিত হয় এবং ৩০ তারিখের মধ্যে তাহারা এই আইনটি সম্বন্ধে যাহা করিবার তাহা সমুদয় করিয়া সভাতে পুনরুত্থান নিমিত্ত প্রস্তুত করিয়াছেন। হয়ত এত দিন বিধিবদ্ধ হইয়া গেল, এবং বর্ত্তমান কি আগামী মাস হইতে ইহা অনুসারে কার্য্য আরম্ভ হইবে। সম্ভবতঃ দেশের মধ্যে শতকে ৯০ জনও এ আইনের বিন্দু বিসর্গ জানেনা ; এরূপ ভাবে আইন প্রচার করিয়া শেষে “অজ্ঞান বিধায় আইন ভঙ্গে, অপরাধের কিছু মাত্র ক্ষমতা হয়না,, এরূপ বিচার করা এক রূপ মন্দ নয়।

আমরা প্রেসিডেন্সি কমিশনারের গত বৎসরের রিপোর্টে দেখিলাম, এ বিভাগে ২৮ টী দাতব্য চিকিৎসালয়। ইহার ১২ টী যশোহরে, ৯টী ২৪ পরগনায় এবং ৭ টী কৃষ্ণনগরে। ২৪ পরগণায় স্থানীয় চাঁদা অপেক্ষা গবর্ণমেণ্ট ১৫২৭০ টাকা অধিক, কৃষ্ণনগরে স্থানীয় চান্দা অপেক্ষা ২৩১৩ টাকা অধিক, এবং যশোহরে স্থানীয় চান্দা অপেক্ষা ৫১ টাকা মাত্র অধিক দান করিয়াছেন। যশোহরের মধ্যে অমৃত বাজারে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যের প্রায় দ্বিগুণ অর্থ স্থানীয় চান্দা কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে। যশোহরে গবর্ণমেণ্টের এত অল্প ব্যয় পড়ে, অথচ আমাদের মাজিষ্ট্রেট চান্দা সংগ্রহ হইতে কিছু বিলম্ব হওয়ায় তিনটী ডাক্তার খানা উঠাইয়া দেওয়ার নিমিত্ত কমিশনারের নিকট অনুরোধ করিয়াছেন।

বেঙ্গালির সম্পাদক রাজস্ব বৃদ্ধির একটী চমৎকার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। তাহার বিবেচনায় অন্য কোন বিষয়ে ট্যাকস নির্দ্ধারণ না করিয়া যদি চসমা ও দাড়ির উপর কর বসান যায় তবে রাজ কোষে বিস্তর অর্থ সংগৃহীত হইবে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে যদি মাথার ব্যারামের উপরও ট্যাকস বসান যায়, তাহা হইলেও বিস্তর অর্থ উঠিবার সম্ভাবনা।

গবর্ণমেণ্ট নিয়ম করিয়াছেন যে, কুইনাইন এবং কলেরা পিল জেলার মাজিষ্ট্রেট দিগের নিকট বিক্রয়ার্থে মজুত থাকিবে এবং তাহারা বিলাতি দরে এ সমুদয় দ্রব্য বিক্রয় করিবেন। কেবল বিলাত হইতে ঔষধ আনিবার নিমিত্ত ব্যয় ও অন্যান্য বাবদে টাকায় /১০ করিয়া মুনফা লইবেন। এক্ষণে আমাদের সচরাচর টাকায় টাকা এবং সময় ২ দশ পোনর গুণ মুনফা দিয়া কুইনাইন কিনিতে হয়। এদেশে যেরূপ জ্বর ও উলাউঠার প্রাদুর্ভাব এবং প্রজারা যেরূপ দরিদ্র, তাহাতে ঔষধের ও চিকিৎসার সুলভতা করিয়া দিলে গবর্ণমেণ্ট দেশের প্রকৃত মঙ্গল করিবেন, তবে কুইনাইন ও কলরা পিল কর্ত্তৃক যে কত মঙ্গল হইবে, সে বিষয় আমরা নিশ্চয় বলিতে পারিনা। কুইনাইন সম্বন্ধে ডাক্তার দিগের মত ভেদ আছে, কিন্তু কলরা পিল যে সমুদয় দ্রব্য কর্ত্তৃক প্রস্তুত, তাহাতে উহা অজ্ঞ লোকের হাতে দেওয়া কোন মতে যুক্তি সিদ্ধ বোধ হয় না। কলেরা পিলে সচরাচর একগ্রেণ করিয়া অফিং ব্যবহার হইয়া থাকে এবং ৪।৫ গ্রেণ আফিং সাংঘাতিক মাত্রা।

আউস ধান্য প্রায় কাটা শেষ হইল। এরূপ চৎকার ফসল এ অঞ্চলে কখন দেখা যায়নাই! চাসা দিগের মনে আনন্দ আর ধরিতেছেনা। অনেকে এবার মাহাজন ও জমিদারের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবে। গত হৈমন্তিক ফসলও ইহারা যথেষ্ট প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং গুড়ে এরূপ লাভ চাসারা কখন করে নাই। যেরূপ দেখা যাইতেছে, আমন ধান্যও সুন্দর হইবে, তবে কার্ত্তিক মাস না গেলে আর নিশ্চিন্ত হওয়া যাইতেছে না। মাঝে মাঝে বৃষ্টি ও মাঝে মাঝে রৌদ্র হইতেছে। আমন ধান্যের পক্ষে এটি বিশেষ উপকার জনক। শুনা যাইতেছে, ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ অঞ্চলের ধান্য প্রায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এটি আশংকার বিষয় সন্দেহ নাই, কারণ উক্ত জেলাদ্বয় হইতে রপ্তানি বন্ধ হইলে বাঙ্গলার অনেক স্থানে অন্ন কষ্ট উপস্থিত হইবে।

আমেরিকার স্ত্রীলোকেরা ক্রমই অগ্রসর হইতেছেন। সম্প্রতি মিসেস কেপালী নামক কোন মহিলা “ব্যাচিলর অব ল,, উপাধি পাইযাছেন। ইহার স্বামী এক জন ব্যাবহারা জীবী। ওকালতী করিবার প্রগাঢ় ইচ্ছা ইহার জন্মে এবং স্বামীর সম্মতি লইয়া ইনি চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত আইন পাঠ করেণ এবং সুখ্যাতির সহিত পরীক্ষায় উর্ত্তীর্ণ হন। তিনি উপাধি পাইয়াছন বটে কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের সম্প্রতিকার আইনানুসারে ওকালতি করিতে নিষিদ্ধ হইয়াছেন।

প্রোফেসর হিউম নামক একজন ইংরাজ কলিকাতায় আসিয়াছেন। ইনি দীর্ঘকাল অবধি ফ্রেনলজি এবং মেসমেরিজম চর্চ্চা করিয়া তাহাতে বিশেষ পারদর্শী হইয়াছেন। ইনি অনেক দিন পর্য্যন্ত অষ্ট্রেয়াতে অবস্থিতি করিয়া মেসমেরিজম দ্বারা বিস্তর রোগ আরোগ্য করেন এবং অতি সত্বর কলিকাতায় এই আরোগ্য প্রণালী প্রদর্শনে প্রবর্ত্ত হইবেন। অনেকের এক্ষণ এই রূপ বিশ্বাস যে, সকল রূপ চিকিৎসা শাস্ত্র উঠিয়া গিয়া কেবল মেসমেরিজম থাকিবে। আমিরিকায় ইহা দ্বারা অদ্ভুত আরোগ্য হইতেছে।

Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

হিন্দু সমাজ।

আমরা সর্ব্বাগ্রে এইটা সাব্যস্ত করিয়া লইলাম যে পৃথিবীর যত রূপ সামাজিক নিয়ম আছে সকলেরি কিছু দোষ কিছু গুণ আছে। আরো কয়েকটী বিষয় আমরা নিম্নে স্বীকার করিতেছি, যাঁহার সাধ্য হয় অস্বীকার করুন। এক রূপ সামাজিক নিয়ম একদেশের উপযোগী বলীয়াই অন্য দেশের উপযোগী হয় না। এক রূপ সামাজিক নিয়ম একদেশের অনুপযোগী বলিয়াই সকল দেশের অনুপযোগী হয় না। বল দ্বারা সামাজিক নিয়ম পরিবর্ত্তন করা আর স্রোতঃস্বতীনদী বান্ধাল দ্বারা আবদ্ধ করা সমান, হয় বান্ধাল ভাঙ্গিয়া সেই স্থনে দহ পড়িয়া যায়, নতুবা আর একটী মুখ করিয়া নদী প্রবাহ চলিতে থাকে। জর্ম্মানির মহাসভায় কোন প্রচলিত নিয়ম পরিবর্ত্তন করিতে হইলে দশ আনা সভ্যের মত চাই। কোন প্রচলিত সামাজিক নিয়ম পরিবর্ত্তন সম্বন্ধেও সেই রূপ করা কর্ত্তব্য। সকল সামাজিক নিয়মের এক একটী হেতু পাওয়া যায়, আর যে কোন সামাজিক নিয়ম পরিবর্ত্তন করিতে হইলে তাহার হেতুটীকে উৎপাটন না করিতে পারিলে সেই সামাজিক নিয়ম নষ্ট করা যায় না।

ঢাকায় অনেকটী ব্রাহ্মনে একত্রিত হইয়া সংকল্প করিয়াছেন তাঁহারা কন্যা পণ লইবেন না, আর যিনি লইবেন তাঁহাকে সমাজচ্যুত করিবেন। ফরিদ পুরেও ঐ রূপ একটী সভা হইয়াছে শুনিতেছি। কলিকাতায় ধর্ম্ম রক্ষনী সভাও ঐ রূপ প্রতিজ্ঞা করিবেন স্থির করিয়াছেন। একটী আশ্চর্য্য দেখুন। পুত্রের বিবাহ দেওয়া যত কর্ত্তব্য কন্যার বিবাহ দেওয়া তাহা অপেক্ষা শত গুণ কর্ত্তব্য। একটী না করিলে চলে আর একটী করিতেই হইবে, অতএব স্বাভাবিক নিয়মানুসারে কন্যা অপেক্ষা পুত্রের অধিক মুল্য হওয়া কর্ত্তব্য, কিন্তু কাযে তাহার বিপরীত দেখিতেছি, এখানে হয় বলিতে হইবে যে আমাদের দেশে কন্যা অপেক্ষা পুত্র ঢের বেশী জন্মে, নতুবা অন্য কোন কারণ আছে। আমাদের দেশে সম্ভবতঃ কন্যা অপেক্ষা পুত্র কিছু বেশী জন্মে, কারণ পঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, বেরার, অযোধ্যার প্রভৃতি স্থানের জন সংখ্যা লওয়ার সময় তাহাই সপ্রমাণ হইয়াছে অতএব বাঙ্গালায় জন সংখ্যা লইলেও সেই রূপ ফল দেখিবার সম্ভাবনা। কিন্তু কন্যা সন্তান অপেক্ষা আবার পুত্র সন্তান বাঁচান কঠিন, সুতরাং শেষে সমান থাকিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা। তাহা না হইলেও কন্যা অপেক্ষা পুত্র এত অধিক জন্মেনা যাহাতে কন্যার মুল্য বাড়িবার সম্ভাবনা। কিছু বাড়িলেও কন্যা দিগকে অবশ্য বিবাহ দিতে হইবে বলিয়া সেটুক থাকেনা। অতএব আমাদিগের অন্য কোন কারণ দেখিতে হইতেছে।

আমরা দেখিতেছি যে এদেশ অনেকে একাধিক কন্যা বিবাহ করেন ইহাতে অবশ্যই কন্যার মুল্য বাড়িবে। আবার দেখিতেছি যে পুরুষেরা গৃহ শূন্য হইলে তাঁহারা আবার বিবাহ করিতে পাবেন, কিন্তু স্ত্রীলোক তাহা পারেন না। স্ত্রী লোকের এই নিয়মটী যদি পুরুষের পক্ষেও খাটিত কি পুরুষের এই নিয়মটী স্ত্রী লোকের পক্ষেও খাটিত তবে সমান সমান থাকিয়া যাইত, কিন্তু আমাদের দেশে এই রূপ সামাজিক নিয়ম থাকাতে কন্যার সংখ্যা অপেক্ষা বরের সংখ্যা ঢের বেশী থাকিয়া যাইতেছে, কাযেই পিতায় কন্যার নিমিত্ত পণ চাহেন ও কাযেই বর কর্ত্তা পণ দেন। যদি এই দুটী, বিশেষতঃ শেষের টী, কারণ বহু বিবাহ আমাদের দেশে তত প্রচলিত নাই, নিবারণ করিতে পারেন তবে কন্যা পণ উঠাইবার নিমিত্ত সভা করিতে হইবে না, আপনি উঠিয়া যাইবে, সম্ভবত তখন পুত্রের মূল্য বাড়িয়া যাইবে। আর আমাদের মনে বিশ্বাস (আমারা ইহা অদ্য তর্ক দ্বারা বুঝাইতে চাহি না) যে যত দিবস বিধবা বিবাহ প্রচলিত না হইবে তত দিবস ক্রমে ব্রাহ্মণের বংশ লোপ পাইতে থাকিবে।

কিন্তু উপস্থিত সামাজিক নিয়মাবলীর ব্রাহ্মগনই ঘোর বিরোধী, কি সামাজিক উন্নতির নিমিত্ত তাহারা যত যত্নশীল এত আর এদেশের কোন শ্রেণীই নয়। এরূপ শ্রেণীর লোক হয় মহা অনিষ্টকারী, নয় মহা উপকারী। যাহারা একটু বিমুখ গমন করিলে সর্ব্বনাশ, ! এরূপ লোকের কত সতর্ক হওয়া উচিত। কিঞ্চিন্মাত্রও সন্দেহ থাকিতে তাহাদের অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য নয়। যাহারা সজীব বৃক্ষাদি ছেদন করিয়া নূতন চারা রোপণ করিতে চান তাঁহাদের মৌরশী মৎকদমী পাট্টার দরকার। যাহারা ভাঙ্গিতে জান তাহারা যে আরো ভাল করিয়া গড়িতে পারিবেন তাহার সম্পূর্ণ যোগাড় পূর্ব্বে করা কর্ত্তব্য। অজ্ঞ ডাক্তার দুই, চারিটী মনুষ্য হনন করে কিন্তু অজ্ঞ সমাজ সংস্কারক শত কি লক্ষ গুণ অনিষ্ট কারী। যাঁহারা এ সমুদায় বেশ বুঝিয়া সমাজ সংস্করণে প্রবর্ত্ত হয়েন তাঁহারা সাধু, তাঁহারা দেশের প্রকৃত মঙ্গল করিতে পারিবেন।

(আজি কালি বিধবা বিবাহ, বহু বিবাহ, বাল্য বিবাহ, জাতি বিচার লইয়া আমাদের দেশে আন্দোলন হইতেছে। ধরিতে গেলে, এই চারিটীই বিবাহ লইয়া। আহারাদি সম্বন্ধে যে সমুদায় নিয়ম তাহা এত শিথিল হইয়া গিয়াছে যে বোধ হয় অতি সত্বর উহা উঠিয়া যাইবে। ব্রাহ্মরা যখন জাতি বিচার উঠাইবার মনস্থ করেন, তখন তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত করা। অতএব আমাদের দেশে এখন প্রধান তর্ক এই যে আমাদের দেশে বিবাহের প্রকৃত নিয়ম কি ! এই প্রস্তাবটী সহজে মীমাংসা হইবার নহে। মার্কিন দেশ সমেত এই প্রস্তাব মীমাংসার নিমিত্ত ব্যস্ত। ইউরোপে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ ইহার মীমাংসা করিতে পারেন নাই, অতএব যাহারা প্রচলিত বিবাহ পদ্ধতি উঠাইয়া দিতে চাহেন তাঁহাদের কি মৌরশী পাট্টা হস্ত গত হইয়াছে ! যত দিবস বিবাহের নিয়মাবলী দোষ শূন্য না হইবে, তত দিবস ভ্রূণ হত্যা, ব্যভিচার, প্রভৃতি দোষ সমাজকে কলংকিত করিবে। এসমুদায় দোষ আমাদের মধ্যেও আছে, পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যতম দেশের মধ্যেও আছে, তবে বেশী, কম। কত বেশী, কত কম ! কে একথা বলিতে পারে; আর ইহা না জানিয়াও বা কোন সাহসে প্রচলিত নিয়ম উঠাইয়া দেওয়া যায়। ক্রমে প্রস্তাব বাড়িয়া চলিল, কিন্তু এবিষয়টী এত বড় গুরুতর যে সত্বর আমরা এপ্রস্তাবের শেষ করিব।

কৃষক দিগের দুরবস্থা কেন ?

কৃষকেরা সমান্যাকারে লেখাপড়া শিখিলে অন্যান্য মঙ্গলের সঙ্গে ডাক্তারীচিকিৎসার আদর, সম্বাদ পত্রের প্রচার, গ্রন্থকার দিগের উপজীবিকা প্রভৃতির বৃদ্ধি হইবে অনেকের এই রূপ বিশ্বাস। ডেলি একজামিনার এ সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ প্রস্তাব লিখেন, আমরা তাহার প্রতিবাদ করি। তিনি সরল ভাবে আমরা যাহা বলি তাহা স্বীকার করেন, তবে বলেন যে কিছু কিছু লেখা পড়া শিখিলে এখন অপেক্ষা তাহারা সময়ের ও অর্থের সদ্ব্যবহার বুঝিবে এরূপ আশা করা যাইতে পারে।

শাস্ত্রমত কৃষিকার্য্যটীর চর্চ্চা করিতে হইলে অনেক বিদ্যার প্রয়োজন। কৃষক মাত্রেরই এজ্ঞান কিছু না কিছু আছে। ইহা তাহারা শাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারা শিক্ষা করে না, দেখিয়া শুনিয়া শিখে, এবং যে দেশে যত দীর্ঘ কাল কৃষিকার্য্যের চর্চ্চা হইয়া আসিতেছে, সেখানকার কৃষকেরা সুতরাং এসম্বন্ধে তত অধিক জ্ঞান উপলব্ধি করে। কৃষিপ্রধান ভারত বর্ষের কৃষকেরা যে ইহা সুন্দর রূপে বুঝে সেরূপ সিদ্ধান্ত করা আমাদের পক্ষে নিতান্ত অন্যায় বলিয়া বোধ হয় না। আমরা ইহার কিছু কিছু প্রমাণ ও দিতেছি।

ভূমি যে ক্রমাগত কর্ষণ করলে উহার উর্ব্বরা শক্তি ক্রমে লোপ পায়, এটী একটী স্বতঃ সিদ্ধ কথা, সুতরাং যে ভূমিতে ৫০ বৎসর পূর্ব্বে ৫ মন ধান্য উৎপন্ন হইত তা

—পেশয়ারের কমিশরিয়েট আফিসের হীরালাল নামক এক জন গোমস্তা তহবিল তছরুফ প্রভৃতি কয়েকটী মকর্দ্দামায় রাজ বিচারে নীত হইয়াছে ॥ ইহার মধ্যে একটী এই যে, সে কমিশরিয়েট বিভাগের গবাদিকে জোয়ার খাইতে দিয়া ছোলার দাম লইয়াছে ॥

—জন লিবারসি নামক এক জন অশ্ব পালক তাহার মনিবের হাজার টাকা দামের একটী অশ্ব সাবক মারিয়া ফেলায় সেসনে বিচারার্থে অর্পিত হইয়াছে ॥

—টাইমস অবইণ্ডীয়ার কলিকাতাস্থ পত্র প্রেরকের নিকট হইতে তিনি শুনিয়াছেন যে বাবু রাজেন্দ্র লাল মিত্র যখন ব্রিটিশ ইণ্ডীয়ান এসোশিয়েশন কর্ত্তৃক বিলাতে প্রেরিত হন, তখন ইংলিশ ম্যানের সম্পাদক হটন সাহেব তাহার সঙ্গে সভা কর্ত্তৃক বিলাতে প্রেরিত হইবেন ॥ ভেলিনিস এই কথা শুনিয়া ভারি রাগ করিয়াছেন, কিন্তু ইহাতে রাগের কারণ কি আমরা বুঝিতে পারিলাম না ॥ হটন সাহেব কোন দুষ্কর্ম্ম করিতে যাইতেছেন না এবং দুষ্কর্ম্ম হইলেইবা ইংরাজ দিগের তাহাতে ক্ষতি কি? তাহাদের প্রিন্সিপল টাকার মধ্যে তাহা পাইলে উইলসন সাহেব কি হিন্দু পেট্রিয়ট কি অমৃত বাজারের সম্পাদক হন না?

—ইহার মধ্যে আলাহাবাদে একটী গুজব উঠে যে কোন অজ্ঞাত শত্রু সকলকে কাটীয়া ফেলিবে ॥ ইংরাজেরা ভয় পান যে দেশীয়রা তাহাদিগকে খুন করিবে এবং দেশীয়রা ইওরোপীয় গণ কর্ত্তৃক হত্যা কাণ্ড হইবে এই রূপ ভয় পান। শেষে সমুদয় মিছে হইয়া গিয়াছে। ইনকম ট্যাকস হইয়া অবধি ইংরাজ সম্বাদ পত্র এই রূপ হুজুক মাঝে২ তুলিতেছেন ॥

—শত লেজনদীর উপর যে পুল নির্ম্মাণ হইতেছিল, তাহা এক রূপ সম্পন্ন হইয়াছে, ১লা অক্টোবরে ইহার উপর দিয়া ট্রেন চলিবে।

—ইণ্ডিয়ান পবলিক ওপিনিয়েন বলেন যে সিমলায় না গিয়া রাণী ক্ষেত্রেতে গবর্ণর জেনারল গ্রীষ্ম অতিবাহিত করিবেন স্থির করিয়াছেন ॥ গবর্ণমেন্ট এখানে ১২। ১৩ শত বিঘা ভূমি ট্রাম্প কোম্পানির নিকট হইতে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা দিয়া খরিদ করিয়াছেন ॥ আরলমেয়ো হইতে রাণী ক্ষেত্র পর্যান্ত রেলওয়ে হইবারও একটী প্লান প্রস্তুত হইয়াছে ॥

—মহেন্দ্র বাবুর প্রতিষ্ঠিত সায়েন্স এসসিয়েশনের সাহায্যার্থে অনেরেবল দ্বারিকা নাথ মিত্র ২০০০ এবং হাইকোটের বিখ্যাত উকলি বাবু অন্নদা প্রসাদ বন্দোপাধ্যায় ১০০০ টাকা দান করিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন ॥

—আমির খার বিরুদ্ধে ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডীয়ায় গ্লানি সূচক প্রস্তাব লিখিত হওয়ায় তিনি তাহার নামে লালিস করিবার সংকল্প করিতেছেন ॥

—ইংলণ্ডে কুপার নামক এক জন সাহেব রাস্থার জল সিক্ত করিবার একটী নুতন উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন ॥ তিনি এক রূপ লবণ প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা রাস্থায় ছড়াইয়া দিলে বায়ুস্থিত জলকণা সমুদয় আকর্ষিত হইয়া রাস্থা জলসিক্ত করিয়া ফেলে ॥ এ প্রণালী কর্ত্তৃক সিক্ত রাস্থা শুখাইতে বিলম্ব লাগে এবং রাত্রের নিহারে আবার কিয়ৎ পরিমাণে জল সিক্ত হইয়া পড়ে ॥

—অষ্ট্রিয়াতে ইংরাজ দিগের যে উপনিবাস আছে সেখান হইতে সম্বাদ পত্রের মাসুল উঠিয়া গিয়াছে। এক্ষণ অষ্ট্রিয়া হইতে সর্ব্বত্র বিনা মাসুলে কাগজ প্রেরিত হইবে।

—বোর্ড অব রেবেনিউ সাব্যস্ত করিয়াছেন যে এক পরিবারস্থ সমূদয়ের আয়ের সমষ্টি দ্বারা যদি বার্ষিক ৫০০ টাকা আয় হয়, তবে তাহারা ট্যাকস দায়ী হইবে। এবার অনেকেরই ট্যাকস দিতে হইবে।

—দিনাজ পুরের জজ সাহেবের বিচার মতে অবিরুদ্দিন নামক একজন ও হাবি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত হইয়াছেন ॥ এমকর্দ্দমা ক্রমাগত ২৫ দিন পর্য্যন্ত হয় এবং ইহাতে ১৫০ জন সাক্ষীর এজাহার লওয়া হয় ॥

—মান ভুমিতে রোপ্য খনি দেখা গিয়াছে ॥ বল সাহেব এটী আবিস্কার করিয়াছেন ॥ খনিতে বিস্তর রূপা পাওয়ার সম্ভাবনা ॥

—খৃষ্টান ও ব্রাহ্মের মধ্যে ক্রমে ঈর্ষার বৃদ্ধি হইতেছে। কেশব বাবু বিলাতে মহারাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া এখানে তারে সম্বাদ দেওয়ায় খৃষ্টানেরা তাহাদের বেঙ্গাল খৃষ্টান হেরাল্ডে লিখিয়াছেন যে, কেশব বাবুর সঙ্গে দেখা করিবার পূর্ব্বে পণ্ডিত নীলকন্ট নিহিমিয়া শাস্ত্রীর সঙ্গে মহারাণীর দেখা হয় ॥ গণেশ সুন্দরীকে লইয়াও অদ্যাপি দুই দলের বিবাদ নিষ্পত্তি হয় নাই ॥ ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডীয়ার বিবেচনায় গণেশ সুন্দরী খৃষ্টান কি ব্রাহ্ম ইহা সাব্যস্ত করার নিমিত্ত কমিশন বসান কর্ত্তব্য ॥ এ কমিশন কি গবর্ণমেন্ট হইতে বসিবে? যে রূপ গুরুতর বিষয়টী, তাহাতে লর্ডমেওর এবিষয়ে যথোচিত মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য ॥ কমিশণ বসাইলে যদি আরো ইনকম ট্যাকস বৃদ্ধি করাইতে হয়, তথাচ এটী করা প্রয়োজন ॥

—বিলাত হইতে ইণ্ডীয়ান মিরার সম্বাদ পাইয়াছেন যে, ডিউক অব আরগাইল নেটিভ ম্যারেজ বিলের সপক্ষ হইয়াছেন, এবং গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক স্কুল কালেজের বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব কর্ত্তৃক এ দেশীয়রা কষ্ট প্রকাশ করায় তিনি দুঃখিত হইয়াছেন এবং স্বীকার করিয়াছেন যে আমরা অনর্থক কষ্ট প্রকাশ করিতেছি না ॥

—ওহাবি মকর্দ্দমায় জষ্টিশ নরম্যান যে বিচার করিয়াছেন তাহার বিরুদ্ধে বিলাতে আপীল হইবে এবং এনেষ্টি সাহেবের প্রার্থনামতে জষ্টিশ নরম্যান আমির খাঁ ও হামমাদা খাঁকে ২৫০০ করে হাজির জামিন লইয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন ॥

—করিন্থিতে একটি ভয়ানক ভূকম্প হইয়া গিয়াছে ॥ আমফিসা ও গ্লাকসিডি নামক দুটি নগর ও অনেক গুলি গ্রাম একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে ॥

—সহর সেরপুরে এক জন বিদেশী ব্রাহ্মণ আসিয়াছেন ॥ তিনি কোন দেশ বাসী তাহা কেহ নির্ণয় করিতে পারিতেছেন না ॥ তাহার কতক গুলি শব্দ অনুবাদ সহ ঢাকা প্রকাশে প্রকাশিত হইয়াছে ॥ আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম ॥

পুনইয়া	বস্ত্র
বারি পুনইয়া	গামছা
পরিনিয়ান	লেপ
অত্রৈয়	ছাতি
রাংসাইয়ান	টাকা
তাংসাইয়ান	পয়সা
মাইরম বিচিয়ান	চাউল
মাছেয়	লবণ
অংলাইয়া	মরীচ
গিলিক শীয়ান	তৈল
বারিয়ান	জল
বুগ লাইয়া	গ্লাশ
খই পাতাইয়ান	পান
খই পাতাইয়া	শুপারি
উলইয়া	চুণ
খোষইয়া	জল পাত্র
মাইরম বনরৈয়া	খাওন
বড়াইয়া	হুকা
বোম উরইয়ান	কলকি

—হাইদ্রাবাদে নর হত্যার অত্যন্ত প্রাদুর্ভব হইয়া উঠিয়াছে। গত মাসে চারি জন এই অপরাধে ধৃত হইয়া সেসন বিচারে অর্পিত হইয়াছে। এখানে এক জন আরব তাহার স্বদেশীয় আর এক জনকে হত্যা করায়, আর এক জন আরব তাহাকে এক বৃক্ষে আবদ্ধ করিয়া গুলি করিয়া বধ করে। আর দুই জন আরব এই রূপে স্বদেশীয় দুই জনকে বধ করিয়াছে। তাহাদিগকে পাকড়া করিতে আসিতেছে শুনিয়া তাহারা ঘরের মধ্যে পলায়ন করে এবং বলে যে আগে, আমরা আমাদের পরিবারের সকলকে খুন করিব, শেষে যাহারা ধরিতে আসিবে তাহাদিগকে খুন করিয়া আত্মহত্যা করিব।

—এলাহাবাদ হাইকোটের জজ দিগের মধ্যে সেখানে কেহই উপস্থিত নাই। সেখানে বিচার কার্য্য কেমন করিয়া চলিতেছে?

—বিলাত হইতে বোম্বাইয়ের এক খানি ইংরাজী সংবাদ পত্রে এক জন লিখিয়াছেন যে, হিন্দু শাস্ত্রকারদিগের মধ্যে গণ পতি গজ দণ্ড সম্বন্ধে এক ভারি ভুল বাহির হইয়াছে! শাস্ত্রে লেখা আছে গণেশের একটী গজদন্ত, কিন্তু চিরকাল ইহার দুই দন্ত দিয়া নির্ম্মাণ হইয়া থাকে ॥

—ভারতবর্ষের মধ্য প্রদেশে বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম ছয় মাস পর্য্যন্ত ২১:৭ টী বন্য পশু হত হইয়াছে, এবং ইহাতে গবর্ণমেন্ট হইতে ১৬৪৬৭ টাকা ব্যয় পড়িয়াছে। বন্য পশুর মধ্যে ১৯৪ টী ব্যাঘ্র, ৪৩৯ চিতে বাঘ ও প্যান্থার, ২৩২ ভল্লুক, ৯৮৯ গো বাঘা এবং ২৬৩ হায়েনা। নমদা জেলাতে ইহার মধ্যে যে ৩৬টী ব্যাঘ্র মারা পড়ে, তাহার ৯টী হুমা বাঘ।

—কৃষ্ণ নগরের মহারাজা কৃষ্ণনগর কালেজে বার্ষিক ৫০ টাকার একটি পারিতোষিক দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন ॥ ইংরাজিতে যিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিতে পারিবেন, তিনিই এ পুরস্কারটি পাইবেন ॥

—আমরা ইংরাজি পত্রে শুনিতেছি কুষ্টিয়া অঞ্চলে প্রায় লক্ষ২ বিঘা ধান্য ভূমি বন্যা কর্ত্তৃক নষ্ট হইয়া গিয়াছে ॥ এবার জলে অনেক স্থলের ধান নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে ॥

—ন্যাশনেল পেপার বলেন, উচ্চতর শিক্ষার নিমিত্ত বাবু রাজেন্দ্র লাল মিত্রকে ব্রিটিশ ইণ্ডীয়ান এসোশিয়েসন ইংলণ্ডে পাঠাইতেছেন। ইহার নিমিত্ত ৫০ হাজার টাকার প্রয়োজন করিবে, তাহার ২৫ হাজার টাকা চাঁদা দ্বারা উঠিয়াছে ॥

—অযোধ্যার বেগম তাহার কলিকাতার এক জন এটর্নির নিকট দুটী বাটী ক্রয় করিতে দেন ॥ আটর্নির নিজের দুইটী বাটী ছিল, তাহাই তিনি ৫০ হাজার টাকা দিয়া বেগমের নিমিত্ত খরিদ করেন ॥ সম্প্রতি উড্রফ সাহেব বেগমের পক্ষ হইতে আটর্নির নামে হাইকোর্টে নালিস করিয়াছেন ॥

—কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয় কর্ত্তৃক নিয়ম হইয়াছে যে বিএ পরীক্ষা জানুয়ারির প্রথমে কলিকাতা ও আগ্রায় লওয়া হইবে।

—বাঙ্গালার মধ্যে ১৭ টী সেবিংস ব্যাঙ্ক বসিয়াছে এবং ৩১ আগষ্ট তারিখ পর্য্যন্ত এখানে ৩৬৪৯ দুই আনা এক পাই টাকা সঞ্চিত হইয়াছে ॥

ফ্রেন্স যখন পূর্ণাবস্থায় জগত আলোকিত করিতেছিল, সেই সময় তিনি যাহাদের লক্ষ্য করেন নাই তাহাদের হস্তে ধৃত হন এবং লুই নেপলিয়ান যখন দৃঢ় রূপে অদ্বিতীয় অধীশ্বরের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া পৃথিবীর প্রায় সমুদয় রাজাদগকে করতলে রাখিয়াছিলেন, সেই সময় একজন সামান্য শত্রু কর্ত্তৃক অপদস্থ ও কারারুদ্ধ হইলেন! এসম্বাদটী পৃথিবীর যিনি শুনিবেন এবং যিনি মহত্তের অপমান দেখিয়া মনে বেদনা পান, তিনিই অশ্রুজল সম্বরণ করিতে পারিবেন না। পৃথিবীর মধ্যে লুই নেপলিয়ান অদ্বিতীয় অধীশ্বর, ফারাশিশ জাতিও আবার এক রূপ জাতি শ্রেষ্ঠ। এপর্য্যন্ত বিদ্যা, বুদ্ধি, বিজ্ঞানচর্চ্চা সকল বিষয়েই ইহারা শ্রেষ্ঠ পদবীতে বিরাজ করিতেছেন। আমাদের এদেশ হইতে যিনিই যখন বিলাতে গিয়াছেন তিনিই ফারাশিশদিগের সদাশয় ও ভদ্রতাতে চিরবাধিত হইয়া আসিয়াছেন। সেজাতি হতমান হইল এবং তাহাদের অদ্বিতীয় সম্রাট যুদ্ধে শত্রু কর্ত্তৃক কারারুদ্ধ হইল! ইহা আমরা যখনই স্মরণ করিতেছি, তখন অশ্রুজলে চক্ষু পূর্ণ হইতেছে।

সিডনে ক্রমাগত ৩ দিন যুদ্ধ হয়। শেষে ফারাশিশ যোদ্ধা গণ প্রায় সমুদয় শত্রু হস্তে পতিত হয়। তাহাদের সেনানী আহত হন এবং লুই নেপলিয়ান প্রসিয়ার রাজ হস্তে আপনাকে সমর্পণ করেন।

প্রসিয়ান রাজ্যটী নিতান্ত আধুনিক। ...তাবধি বৎসর হইতে তাহাদের বৃদ্ধি। ১৭... খৃঅব্দে ফ্রেডেরিক দি গ্রেটের রাজ্য হইতে তাহার শ্রীবৃদ্ধির আরম্ভ। ১৭৪০ সালে প্রসিয়াতে পৃথক পৃথক অনেক গুলি দেশ ছিল এবং তাহার জন সংখ্যার ...ষ্টি ২৫০০০০০ জন মাত্র ছিল। ফলে ...শলে এসমুদয় রাজ্য ক্রমে বিস্তার হইয়া ...৬৬ সালে ইহাদের জন সংখ্যা প্রায় ...০০০০০০ হইয়া উঠে। ইহার মধ্যে তাহারা অষ্ট্রিয়ার নিকট হইতে সিলিসিয়া, পোলাণ্ড ...জার নিকট হইতে ডানজিক এবং পো..., ডেন্মার্কের রাজার নিকট হইতে হলষ্টিন, হানোবর উহার প্রকৃত অধিকারীর নিকট হইতে, যুদ্ধ কর্ত্তৃক নহে, প্রবঞ্চনা দ্বারা ...ন করিয়া প্রসিয়ার কলেবর বৃদ্ধি করে। প্রসিয়া রাজ পুত্র যখন স্পেইন সিংহাসনে আরূঢ় হইবার উদ্যোগ করেন, তখন ফ্রান্সের ...য় হয়। এভয়টি স্বাভাবিক। ইহা দ্বারা ফ্রান্সের ত সমূহ বিপদের আশঙ্কা অনায়াসে হইতে পারে, দুই দিকে প্রসিয় দিগের ন্যায় ক্ষমতাশালী রাজ্য থাকিলে পরিণামে যে ফ্রান্সকে গলাধ করিবে এ শঙ্কাটী আপনই আইসে। শুদ্ধ তাহা নয়। প্রসিয়গণ তাহাদের রাজ কার্য্য সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যেরূপ যুদ্ধ প্রিয়তা, উচ্চাভিলাস, ধর্ম্ম শূন্যতা এবং নীচাশয়তার পরিচয় দিয়া আসিয়াছে, তাহাতে স্পেইনের ন্যায় সুদীর্ঘ রাজ্য তাহাদের অধীনে আইলে ইউরোপের সকলের বিপদ। সম্রাট লুই নেপোলিয়ান এই নিমিত্ত প্রসিয় রাজ পুত্রের স্পেইনে রাজা হইবার প্রতিবন্ধকতা জন্মান। এ প্রতিবন্ধকতা তিনিই কেবল উত্থাপন করেন না, ইউরোপীয় তাবৎ রাজ্য হইতে এই আপত্তি উত্থাপিত হয় এবং প্রসিয় রাজ পুত্র সুতরাং স্পেইনের আশা পরিত্যাগ করেন। লুই নেপলিয়েনের অপরাধের মধ্যে তিনি প্রসিয়ার রাজাকে বলেন যে, তিনি প্রসিয়া রাজ পুত্র স্পেইনের প্রতি পুনর্ব্বার লোলুপ না হন এই রূপ একটী সন্ধি পত্রে আপনাকে আবদ্ধ করুন। প্রসিয়ার রাজা ইহাতে অসম্মত হন এবং লুই নেপোলিয়েনের দূতকে অপমান করেন এবং ইহা হইতেই যুদ্ধের আরম্ভ। আমরা যুদ্ধের কোন কালে সপক্ষ নই, কিন্তু লুই নেপোলিয়ানের পক্ষে এরূপ অপমান যে সহ্য করা অসাধ্য তাহা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না। প্রসিয়ারা দেশ সমেত লোক যোদ্ধা, তাহাদের এক্ষণ বৃদ্ধির সময়, কিসে অন্যের রাজ্য উদরস্থ করিব, রাত্র দিন এই উদ্যোগ, এই চিন্তা, সুতরাং তাহারা যুদ্ধের প্রস্তাব হইবা মাত্র আগ্রহের সঙ্গে তাহাতে প্রবেশ করে।

যুদ্ধ প্রথমে প্রসিয়ার মধ্যে আরম্ভ হইয়া সারবাক নামক স্থলে প্রসিয়গন প্রথমবার পরাজিত হয়। প্রসিয়ার যুবরাজ সেখান হইতে ফারাশিশগণকে তাড়াইয়া দেন। উজেম বর্গেও তাহা দিগকে হারান ও উর্থ নামক স্থানে ফারাশিশ গণ সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত হন। ফারাশিশ গণ এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ভয় পাইয়া যান। ফারাশিশ সেনানী মেকমেহন যুদ্ধে হটিয়া ক্রমে ফ্রান্সের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন এবং প্রসিয়গন অগ্রসর হয় ও গ্রাবিলটে, মারসেলাটোর এবং রেজানবিলি প্রভৃতি স্থানে ফারাশিশ গণ আবার পুনঃ পুন পরাজিত হন। এই সমুদয় জয় লাভ করিয়া প্রসিয় যুব রাজ পারিশ নগরাভিমুখে ধাবিত হন এবং কথক সৈন্য মেকমেহনকে ক্রমে ঘিরিয়া বেলজমের ধারে লয়াই ফেলে এবং সেখানে সেডনের যুদ্ধে ফ্রান্সের যশ চন্দ্রিমা কলঙ্কিত হয়।

লুই নেপোলিয়ান সমের বন্দী হইয়া প্রসিয়ায় প্রেরিত হইয়াছেন। যুদ্ধের সম্বাদে ফারাশিশ গণ একেবারে লজ্জায় হতমানে মরিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহাদের অভিমান কি অহঙ্কারের কিছু মাত্র খর্ব্ব হয় নাই। যদি প্রসিয় গণ যুদ্ধে পরাজিত হইত তবে সম্ভবতঃ যুদ্ধের শেষ হইত। ফরাশিশ গণ অঙ্গে এরূপ কলঙ্ক বহন করিয়া কখনই জগতে মুখ দেখাইতে পারিবেন না। তাহারা বলিয়া আছেন যে, সমুদয় দেশ ভস্মীভুত করিয়া আমরাও সেই সঙ্গে বিনষ্ট হইব, তথাচ প্রসিয়া দিগকে পারিশে প্রবেশ করিতে দিব না।

৪ টা সেপটেম্বরে রাজ মন্ত্রী গনের পারিসে এক সভা বসে। তাহারা নেপোলিয়ানকে সিংহাসন চ্যুত করিবার প্রস্তাব করিয়া জেনারাল ট্রচুকে পারিসের গবরনর জিনারেলের পদে অভিষেক করিয়াছেন।

ফল প্রসিয়ার উন্নতি দেখিয়া সমুদয় ইউরোপের আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ প্রসিয়াকে দমন করা এক্ষণ ইওরোপ মাত্রের উদ্দেশ্য হইবে। ইংরাজ দিগের প্রসিয়াকে করিয়া কোন ভয় নাই, তবে তাহারা যদি রুসিয়ার সঙ্গে যোগ দেয় তবে ইংলণ্ডের বিপদ। ইংলণ্ডের ইওরোপের কেবল মাত্র বন্ধু লুই নেপোলিয়ান। তিনি অপদস্থ হইলে ইংলণ্ড সম্পূর্ণ একক হইবেন। ইংলণ্ডের ভারতবর্ষকে করিয়া ভারি দম, এবং রুসিও গণের চক্ষু এই দিকে অনিমিষ রূপে রহিয়াছে, তাহারা প্রসিয়ার সঙ্গে মিশিয়া কনষ্টেন্টিনপোল লইলে ভারতবর্ষ নিশ্চয় আক্রামণ করিবে। প্রসিয়ার যুবরাজ মহারানীর জামাতা ইংরেজ দিগের সেই একটু ভরসা আছে, কিন্তু প্রসিও মন্ত্রী বিসমার্ক এক্ষণ ইংলণ্ডকে যেরূপ ঠাট্টা বিদ্রূপ আরম্ভ করিয়াছেন তাহাতে কত দিন ইংরাজেরা তাহা সহ্য করিতে পারিবেন বলাযায় না।

উপরিউক্ত প্রস্তাব বর্ণযোজিত হইলে এই টেলিগ্রামটী আমাদের হস্ত গত হইয়াছে।

"ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র শাসন প্রণালী সংস্থাপিত হইয়াছে। প্রসিয়ার যুবরাজ পারিস মুখ ধাবিত হইয়াছেন। কাউণ্ট বিসমার্ক ও প্রসিয়াধিপতি তাহার সমভিব্যাহারে গমন করিয়াছেন। ৯০ হাজার ফরাসী সৈন্য বন্দী হইয়া জার্ম্মনিতে প্রেরিত হইয়াছে।"

মূল্য প্রাপ্তি।

বাবু প্রসন্ন কুমার দাস, যশোর, ৭৭ সালের মাঘের শেষ .... ৩।৷০

বাবু আনন্দ চন্দ্র চৌধুরী, বগচর, ৭৭ সালের মাঘের শেষ ১০

বাবু মদন মোহন মিত্র, মজিল পুর, ৭৭ সালের আশ্বিনের শেষ .. . . ৪।৷০

বাবু জগচ্চন্দ্র, ময়মান সিং, ৭৮ সালের শ্রাবনের শেষ...... .. .. ৮৲

বাবু যোগেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী, মহুনা, ৭৮ সালের শ্রাবনের শেষ .... ৮৲

বাবু অক্ষয় কুমার ভট্টাচার্য্য, কোদচাদ পুর, ৭৭ সালের পৌষের শেষ. .... ৪।৷০

মুন্সি তফিলদ্দিন খোন্দকার, যশোর, ৭৭ সালের ভাদ্রের শেষ.............. ... ... ৫৲

বাবু শীব চন্দ্র সুর,
বাবু কালীরাব ভু...,
বাবু রাধা মোহন গোঁস্বামী } গোহাটি ... ১৫৲

It seems to us the words in Italics (which are ours) are enough to meet the want which might be felt by any one taking Mr Stephen's view of things.

But is that view sound after all? Is there any necessity for the Government to enact a sedition Law? Is it likely to promote loyalty or disaffection? It is needless to say that no sensible man can wish otherwise than loengivity to our Government. The barest self-love would dictate such a wish. Along with this, consider the truth that very often a prohibition unconsciously amounts to an encouragement. In Gay's poetical fables, the cock would never have found a watery grave, if his mother had not so assidiously warned him against the imaginary danger of going to the well. Thus, if on the one hand, one were to consider the attachment of the natives towards the British Government, be it from the unlofty principle self-love alone; and on the other hand, the probable evil effect adverted to above, he would no doubt question the wisdom of a measure like the one in question. And then again, what would the English public of England say to such a retrogade step? In the time of hottest war, that nation cried aloud against Mr Pitt's precautionary enactments. The gagging bills and sedition bills of that great man did not fail to subject him to a world of reproach and disaffection. Gagging bills and seditious bills are taken by English people to mean the most invidious and unconstitutional stretch of kingly power and this not excepting the most critical period of a most trying war. But it will be said "what if such steps be repulsive and revolting to the feelings of English people, natives should not compare themselves to English-born subjects of Her Majesty?,, Such an observation does not deserve an answer.

A PARLIAMENT IN INDIA—Civilization has followed the footsteps of the Anglo-Saxons every where. What was America, what was Australia? Vast continents, uninhabited or inhabited by savages and now we have a Melbourne where people picked snails to satisfy their hunger and a Boston where the red men scalped their enemies. How often have these pioneers of progress and civilization gone beyond their mother-land in introducing wise reforms! Australia has abolished postage on Newspapers, and America has given franchise to their women. In India, they had to do less; they found a country inhabited by a race ten times more numerous than themselves, certainly less civilized, but with an institution and literature of their own. They came to India not to reside, but to make money. They came as bucuneers and ended as rulers, yet how much India owes to them! They replaced anarchy and ignorance by order and enlightenment. They have increased the resources of the country by good Government and the introduction of Railways and Canals. They have given Indians what they never knew, of what they are so fond—peace. They have introduced all the comforts and improvements of civilized Europe and have generously given them many privileges which, as conquerors, they might have easily with held.

But they have taken something from them—their independence. Whether any amount of good treatment can wipe out that sense of humiliation which a conquered nation always feels, is a problem which can be best solved by our proud rulers themselves. The natives as human beings feel what they would feel under similar circumstances. Whether any amount of good treatment can raise a nation deprived of all political power, is also a question which can be best solved by the Anglo-Saxons. That certain races are fit to be slaves only, is a dogma which has been practically refuted in the case of the Negroes of Liberia and ho wever low and degraded we may be, we are certainly not lower than the Negroes.

If we had a large body of European residents here, we might have perhaps by this time had a parliament but the climate of India will not allow any European to reside here. Yet we cannot understand, what matters whether a man dies here or in England? That is his country, as Mr Broadly said, where a man spends the best portions of his life. Coming at an early age, the Anglo-Indians generally retire when old and decripit to their birth-place, to—die. Constitutionally the Anglo-Indians are as much slaves as we are, thugh practically they have some privileges which we do not possess. But these privileges are gradually disappearing before native advancements. There is being created a public opinion in India and the Europeans must have observed that the Natives have become less patient, more sensitive and more clamourous than they were ever before. The inevitable consequence of this change in the native demeanor is one of these two things; whether the natives must be raised to the level of Europeans or the Anglo-Indians lowered to the level of the natives. What the officer or planter did 5 years before, he dares not do now, and if the cause continues to operate, the Anglo Indians and the natives will within a short time be almost the same, both not free people but slaves to a despotic Government. A local parliament therefore, in India must be a great boon to both the natives and aliens.

But, we fear, the Anglo-Indian reared up in a conquered country and currupted by his surroundings may prefer to go down himself to raising the natives. That he comes from England an unsophisticated frank and generous youth and is at last metamarphosed into a haughty, overbearing, cross, tyrannical, morose, ill natured, impatient misanthrope fond of all sorts of flattery and foulsome adulation every native at least has observed but we do not blamehim as much as the system of his education in India.

It is not Indian climate alone that is degrading to European life and even it were so that could be remedied by a fresh effussion of Europen blood, it is bad morals that makes him weaker than the Natives, and blacker than the Ethiopians within the course of three generations. If the boon of a Local Parliament were given to India, the object of the Edinburgh East India colonisation society would be successful without any effort on their parts.

ইওরোপীয় যুদ্ধ।

যুদ্ধের সম্বাদ আমরা আর কি দিব! সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে! গত ৩ রা সেপটেম্বরে সেডন নামক স্থানে, নরশ্রেষ্ঠ, বিক্রম বিশারদ, অদ্বিতীয় সম্রাট লুই নেপলিয়ান শত্রু হস্তে পতিত হইয়াছেন। আমরা কখনই চিন্তা করিয়া ছিলাম না যে, আমাদের সম্পাদকীয় ভার সংকুলন করিতে লুই নেপলিয়ানের এরূপ দুর্গতির নিদারুণ সম্বাদ ঘোষণা করিতে হইবে। বোনাপার্টের যশ

হাতে এক্ষণ সম্ভবতঃ এক মনও উৎপন্ন হয় না। বাদসা আকবর তাহার রাজ্য কালে অর্থাৎ ১৬০০ খৃষ্টাব্দে এদেশে কোন জিনিস কি পরিমাণে উৎপন্ন হয় তাহার একটী তালিকা প্রস্তুত করেন। ১৯ বৎসর ক্রমাগত পরীক্ষা দ্বারা এই তালিকাটী প্রস্তুত হয় এবং ইহা দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে প্রতি বিঘায় গড়ে ৫ মনের কিছু অধিক তণ্ডুল উৎপন্ন হয়। তাহার পর ইংলিশ গবর্ণমেণ্ট ২৬৬ টী পরীক্ষা দ্বারা সাব্যস্ত করেন, তণ্ডুল উৎপন্নের পরিমাণ প্রতি বিঘায় প্রায় ৫ মন। আকবরের পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধান্ত হয় যে, প্রতি বিঘায় গড়ে প্রায় ৫ মন গোধুম হয়, তাহার পর ইংলিশ গবর্ণমেণ্টের সময়েও ৫১২ টী পরীক্ষা দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, গড়ে প্রতি বিঘায় প্রায় ৫ মন গোধূম উৎপন্ন হইয়া থাকে। আবার উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের গবর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটরি থরণটন সাহেবের অনুসন্ধানে সাব্যস্ত হয় যে, প্রতি বিঘায় ৫ মনের অধিক, আগ্রা জেলার একজন রাজকর্ম্মচারি ম্যান্সেল সাহেবও বলেন প্রায় ৫ মন গোধুম উৎপন্ন হয়। আকবর যে পরীক্ষা করেন, তাহার অন্যূন ২০০ শত বৎসর পরে ইংরাজেরা পরীক্ষা গুলি করিয়াছেন এবং ইহাতে দেখা যাইতেছে যে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি কৃষকেরা প্রায় সমান রাখিয়াছে। তবে একথা স্বীকার্য্য যে ইংলণ্ডের কৃষকেরা ভূমির উৎপাদিকা শক্তি সমান ভাবে না রাখিয়া ক্রমে বৃদ্ধি করিতেছে। লাউস সাহেব ক্রমাগত ভূমির উৎপন্ন সম্বন্ধে ২০ বৎসর পরীক্ষা করেন এবং তিনি দেখিয়াছেন যে ১৭৮০ খৃঃঅব্দে প্রতি বিঘায় সাড়ে পাচ মন গোম উৎপন্ন হইত এবং ১৮৬৭ সালে প্রতি বিঘায় গড়ে ৭ মন করিয়া হইয়াছে। ভারতবর্ষে যে এটী হইবার সম্ভাবনা তাহা আমরা অস্বীকার করিনা। কৃষকেরা যদি অর্থব্যহার শাস্ত্র অভ্যাস করে, কার্য্য প্রণালীর সুশিক্ষা পায়, তাহা হইলে তাহাদের অবস্থা উন্নতি হইতে পারে বটে, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে কি সেই রূপ শিক্ষা দিবেন? ফল একটী আমরা দেখিয়া ভারি আশ্চর্য্য হই। ইংলণ্ডে প্রতিবিঘায় ৭ মন গোম কৃষকেরা উৎপন্ন করে, আয়ারালণ্ডে ৬ মন, ফ্রান্সে ৩।৪ মন, প্রসিয়াতেও ৩।৪ মন অষ্ট্রিয়া হলাণ্ড স্পেইন প্রভৃতিতে গড়ে প্রায় ৬ এবং বেলজিয়ামে ৫ মন কি ইহার কিছু অধিক উৎপন্ন করে এবং আমাদের এদেশের কমিশনারগণের রিপোর্টপাঠে জানা যায় যে প্রজারা ৫।৬ মন উৎপন্ন করিয়া থাকে, তথাচ এদেশের কৃষি প্রজার এরূপ দুরবস্থা কেন! ইহারা মদ্যপান করে না, ইহারা মাংসাশী নহে, ইহাদের পরণ পরিচ্ছদের ব্যয় এক রূপ নাই বলিলেও হয়, ইহাদের আমোদ আহ্লাদের মধ্যে জারির গীত, আবার কৃষি কার্য্যের নিমিত্ত ইহাদের অতি সামান্য ব্যয় পড়ে, ইহাতে বহু মূল্যবান বলিবর্দ্ধের প্রয়োজন করে না, অনেক ভূমিতে জল সিঞ্চন কি সারের প্রয়োজন করেনা, ভূমি স্বাভাবিক উর্ব্বরা বলিয়া অল্প পরিশ্রমে অল্প কর্ষণে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়, অথচ এমন দীন দুঃখী প্রজা পৃথিবীর কোথাও নাই। ইংলণ্ডে যাহার ১০।১৫ বিঘা ভূমির আবাদ আছে, সে একজন "গৃহস্থ" এবং এ দেশে চাষা মাত্রেরই এরূপ আবাদ আছে, অথচ ইহারা বৎসর ছয় মাস এক সন্ধ্যা আহার কি উপবাস করে। সম্ভবতঃ ভারতবর্ষ হইতে অন্যান্য দেশে কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য অধিক, কিন্তু এখানেও কোন দ্রব্যের রফাতানির কিছু মাত্র কম হয় না, বৎসর শেষ না হইতে ক্ষেত্র জাত সমুদয় দ্রব্য চাষার ঘর হইতে নিঃশেষ হয় এবং বৎসর বৎসর দেশে এক না এক আকারে অন্নকষ্ট উপস্থিত হইতেছে। প্রজা দিগের এ দুরবস্থার কারণ কি! এটী জমিদার কি মহাজন দিগের অত্যাচার, না বাণিজ্যের অস্বাভাবিক প্রস্ফূটন, কি ইংরাজ রাজশাসন প্রণালীর দোষে হইতেছে?

The Indo- English press treats Babu Keshub Chunder almost as ungratefully as Athens treated her citizens. It is not patriotism to run down a country man who has become illustrious in spite of all his follies. He cannot rise without raising the country along with him. We onght to be proud of the honors bestowed on him and we can fairly lay claim as a country man of his to a share of them. There are so few great men amongst us that they can shine without eclipsing one another. Keshab Babu has deserved well of his country men. He has convinced at least one section of English men, that there is such a country as India and she deserves more attention than she generally receives. He has already created a strong body of friends there who will support the interests of India and the educational policy adopted by the Bengal Government. To fall foul upon such a man, because of his weakneses is, to say the least very unpatriotic.

That chivalrous Prince, that brave soldier and the greatest man of the times we mean Emperor Napolean, is politically no more. He capitulated last sunday King William. Like Baber, he was a man of destiny, but there the parallel ends. Though constantly and maliciously abused by the English Press, he never swerved from his friendship for England. He joined England in a cause in which he had no concern whatever and saved Constantinople from Russian aggression. What a poor return for his eminent service! France could have as well assumed an attitude of "dignified neutrality" in the Crimean war. We don't pretend to understand much of European politics, but yet we shall venture to ask, what on earth can prevent Russia now to fall upon Constantinople? Prussia may be quite satisfied with a slice and remain silent.

In a former issue, we adverted to the Penal Code Amendment pending in the Supreme Council. The question of introducing a penal provision against what might be called seditious publication, forms the most important matter in the Bill. Mr Stephen says in effect, as we generally expressed the other day, that the sections about the waging of war against Her Majesty, i, e, about treason, are not enough for the protection of the Government. And he seems chiefly to contemplate hostile attacks by the Press. He observes that the Penal Code is defective in this respect. If the Penal Code—the elaboration of more than one wise head, and matured in a good length of time—be really defective, the question might be mooted. We would, then not suffer our mind to dwell on the absurdity or otherwise of Mr Stephen's Measure, but the expediency or inexpediency, justness or unjustness of it. But we must say, though with great submission, that there is a very fair provision against the class of offences which is in the view of our Legislator. There is a section, which is certainly not close in situation to the sections regarding State offences having such an advanced figure to mark it as 505! It runs thus:—

"Whoever circulates or publishes any statement rumour or report, which he knows to be false, with intent to cause any officer, soldier, or sailor in the Army or Navy to mutiny or *with intent to cause fear or alarm to the Public and thereby to induce any person to commit an offence against the state or against the public tranquility* shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both."

দেবল দেবী নাটক।

শ্রীযুক্ত বাবু জগদ্বন্ধু ভদ্র প্রণীত। বহরমপুর সত্য রত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত॥ মূল্য ১ টাকা।

ইতি পূর্ব্বে আমরা কোন এক খানি নাটকের সমালোচনায় যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলাম সেই মান দণ্ডে প্রস্তাবিত গ্রন্থ খানি ও পরীক্ষা করিতে প্রস্তুত হইলাম। এই অভিনব নাটক খানি পাঁচ অঙ্কে বিভক্ত। গ্রন্থকার দিল্লীর সম্রাট আলাউদ্দীনের জীবনীতে এই গ্রন্থের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। গুজরাট রাজ কুমারী দেবলদেবীর দেবগড়ের রাজা রামদেবের সহিত সম্বন্ধ নিরূপিত হয়। রাজ নন্দিনী দেবগড় যাইতে ছিলেন, পথি মধ্যে দিল্লীর সেনা নায়ক কাফুর ইলোয়া হইতে তাঁহাকে হরণ করিয়া দিল্লীতে লইয়া যান। সম্রাটের সভা সদ কবি খসরু সম্রাটতনয় খিজির খাঁ ও দেবলদেবীর প্রণয় সম্বন্ধে কতক গুলি কবিতা রচনা করেন। এই অকিঞ্চিৎকর মূল লইয়া গ্রন্থ খানি প্রণীত হইয়াছে। গল্পটী এরূপ বিনাস্ত হইয়াছে যে প্রথম পৃষ্ঠা পাঠ করিলেই পাঠকের কৌতুহল এত উদ্দীপ্ত হয় যে তিনি গ্রন্থের শেষ পর্য্যন্ত পাঠ না করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারেন না। বিশেষতঃ এরূপ কৌতুহল প্রত্যেক অঙ্কে প্রত্যেক গর্ভাঙ্কে ক্রমশঃ উত্তেজিত হইতে থাকে। বাঙ্গালা ভাষায় যত গুলি নাটক আছে তম্মধ্যে এই গ্রন্থ ও দীনবন্ধু বাবুর লীলাবতীতে উপাখ্যানের চমৎকারিত্ব বিলক্ষন দৃষ্টি হয়। কিন্তু দীনবন্ধু বাবুর উপাখ্যান আদ্যোপান্ত কল্পিত। সুতরাং তিনি উদ্দেশ্য সাধন জন্য যেরূপ ইচ্ছা সেরূপ করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু জগদ্বন্ধু বাবুর সে স্বাধীনতা না থাকা সত্ত্বেও তিনি যে রূপ উপাখ্যানের চমৎকারিত্ব রক্ষা করিয়াছেন তাহাই অতি প্রশংসার বিষয়।

এই গ্রন্থে প্রধান অভিনেতা ১৩ জনের মধ্যে ৪টী স্ত্রী অবশিষ্ট পুরুষ। তন্মধ্যে গুজরাটের মন্ত্রী ও কোতয়াল, দেবগড়ের রাজা রামদেব, দিল্লীর সেনানী কাফুর পুরুষের মধ্যে এই কয় জন সর্ব্বপ্রধান। স্ত্রীলোকের মধ্যে গুজরাট রাজ কুমারী দেবলদেবী ও রামদেবের উপপত্নি কামলতাই প্রধান। কি ছোট কি বড় নাট্যোল্লিত প্রত্যেক ব্যক্তির চরিত্রই পৃথক পৃথক। এবং নাট্যকার যাহাকে যে বেশ দিতে মানস করিয়াছিলেন কোন স্থানে তাহার অন্যথা হয় নাই।

১মতঃ। গুজরাটের রাজ মন্ত্রী। কুচক্রী মন্ত্রীদিগের স্বভাব যেরূপ হওয়া উচিত তাহা ইহাতে বিলক্ষণ আছে। রামদেবের সহিত রাজ কুমারীর বিবাহ দিয়া দিল্লীর সম্রাটের সহিত রামদেবের বিবাদ সংঘটন পূর্ব্বক স্বয়ং গুজরাট আত্মসাৎ করিবেন এই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সাধন জন্য ষড় যন্ত্রের এক শেষ করিয়াছিলেন॥ অথচ রাজনন্দিনীর মনে চিররাজভক্তির বিশ্বাস জন্মাইয়া দিয়া ছিলেন॥ এরূপ বিশ্বাসঘাতকের যেরূপ দণ্ড হওয়া উচিত গ্রন্থকার তাহা সর্ব্বতোভাবে সাধন করিয়াছেন।

২য়তঃ। কোতয়াল। এক্ষনে কোতয়াল বলিলেই যেমন সামান্য চৌকিদার বোধ হয়, পূর্ব্বে সে রূপ ছিলনা। তৎকালে নগরের শান্তি রক্ষককেই কোতয়াল বলিত॥ ইনি চিরদিন রাজ ভক্ত ছিলেন। গ্রন্থে প্রথম দর্শনাবধি শেষ পর্য্যন্ত ইহার রাজ ভক্তির সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। কপট মন্ত্রী রাজ কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিবার সময় "রাজলক্ষ্মী অচলা হউন„ বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। কিন্তু প্রভুভক্ত কোতয়াল "রাজপুত্রীর সর্ব্বার্থ মঙ্গল হউক, শত্রু ক্ষয় হউক„ বলিয়া মনের সহিত আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন॥ আবার আপনার ভাবি প্রভুত্ব পূর্ব্ব হইতে প্রচারাশয়ে চক্রী মন্ত্রী কহিতেছেন যে নাগরিক দিগের "রক্ষার জন্য আমি ও রাজকুমারী উভয়ে ভার লইয়াছি", কিন্তু সুচতুর কোতয়াল সে বাক্যের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া কহিয়াছেন "ভাল এতে রাজ পুত্রীর মত আছে কি না„। অনন্তর রাজ পুত্রীকে মন্ত্রীর ষড় যন্ত্র হইতে উদ্ধার করা প্রভৃতি কার্য্যে কোতয়ালের কত সাহস কত পরিশ্রম ও কতই রাজভক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে॥ পরিশেষে কাফুর যখন কোতয়ালের প্রতি গুজরাট শাসনের ভার অর্পণ করিলেন তখন কেমন নিঃস্বার্থ রাজ ভক্তি প্রকাশ করিয়া কোতয়াল কহিলেন "রাজতনয়ার এখন ত আর কোন শত্রু নাই। অতএব তাকেই গুজরাটের অধীশ্বরী করিলেই বড় সুখী হইতাম॥„ এই রূপে রাজভক্তির উদাহরণ প্রত্যেক স্থলেই দৃষ্ট হইতেছে॥ পরন্তু সে কেবল ভীরুর মত রাজ ভক্তি নহে॥ স্পষ্টবাদিতা সাহসিকতা ও অধীন প্রিয়তাদি তাদৃশ পদের উপযোগী গুণ সমুদায়ের কোতয়ালে অভাব নাই, "আমার অন্য সাধ্য থাক না থাক, আত্মহত্যা সাধ্যায়ত্ত আছে„ দেবলের মুখ হইতে ইদৃশ মর্ম্মভেদী বাক্য নির্গত হইলে রাজ ভক্ত কোতয়ালের অসহ্য হইয়া উঠিল॥ সদর্পে কহিলেন॥

"ক্ষত্রিয় কুলেতে যদি জনমিয়া থাকি।
ক্ষত্রিয় সুলভ বীর্য্য যদি কিছু রাখি॥
যদি রাজভক্ত হই নিমক হালাল। (হস্ত বিস্তারিয়া)
যদি কিছু বল ধরে একর বিশাল॥
যদি গুরু স্থানে পেয়ে থাকি উপদেশ।
যদি এ মনেতে কিছু থাকে ধর্ম্মলেশ॥
ভাসাব বিপক্ষরক্তে সমুদ্রেরতীর (অসিনিষ্কাসিতকরিয়া)
কিংবা এই অসিতে ছেদিব নিজ শির।„

এই রূপে রামদেবের ইন্দ্রিয় পরায়ণতা, কাফুরের বীর ধর্ম্ম, দেবগড়ের মন্ত্রীর প্রভু পরায়ণতা ও অমাত্যোচিত তীক্ষ্ণবুদ্ধিতা, দেবগড়ের সেনাপতির স্পষ্ট বাদিতা, কর্ত্তব্য কর্ম্মে সতর্কতা ইত্যাদি বিশিষ্ট রূপে চিত্রিত হইয়াছে॥ যদিও সম্রাট তনয় খিজির খাঁ প্রভৃতি সামান্য অভিনেতা দিগকে কেবল উপাখ্যান পুষ্ট করিবার জন্যই আনা হইয়াছে, তথাপি তাহাদের অত্যাল্প অভিনয় দ্বারাই স্ব স্ব চরিত্র বিশেষ রূপে বিকসিত হইয়াছে।

অভিনেত্রী দিগের মধ্যে কামলতা বিশ্বাসঘাতকা, ধনলোভিতা, নায়ক বঞ্চনা প্রভৃতি বেশ্যাচরিত্রের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছে॥ মানব চরিত্র যত দূষিত হউকনা কেন তাহা কখনই নিরবচ্ছিন্ন মন্দ হইতে পারেনা॥ কামলতার সত্য নিষ্ঠা দ্বারা তাহা বিলক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছে॥ স্ত্রীলোক অপমানিত হইলে যে কত রাক্ষসীবৎ আচরণ করে তাহা কামলতার নিম্ন লিখিত বাক্য ও আচরণে অবভাসিত হইয়াছে। দ্বারে যবন সেনার সিংহনাদ শুনিয়া "আর জাঁক করিতে হয়না, ঐ কাফুর তোমার সর্ব্বনাশ করিতে এসেছেন„ ইহা কহিয়া রামদেবের যথার্থ ছুরিকা উত্তোলন পূর্ব্বক কামলতা কহিল "এই স্ত্রীজাতির প্রতিহিংসা„॥ প্রিয়ম্বদা ও প্রাণতোষিনী উভয়েরই দেবল দেবীর প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ অথচ গ্রন্থকার উভয়ের চরিত্রে স্বাতন্ত্র্য রাখিয়াছেন।

নায়িকা মাত্রেরই উদারতা, লজ্জা, সুশীলতা, প্রিয় বাদিতা, ও দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতি থাকা আবশ্যক। প্রস্তাবিত নায়িকায় তাহার কিছুরই অভাব নাই। বিশেষতঃ নায়িকা রাজ পুত্রী ও ক্ষত্রিয় সন্ততি সুতরাং রাজ কুলোচিত অভিমান, প্রৌঢ়া, শরণাগত বৎসলতা ইত্যাদি ইহাতে যথেষ্ট আছে। দুরাচার মন্ত্রী সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত তথাপি তিনি তাঁহার প্রতি ক্ষণ মাত্র সন্দেহ করেন নাই। এমন কি, কোতয়াল আসিয়া মন্ত্রীর দুরভিসন্ধির বিষয় বিজ্ঞাপন করিলে তিনি ঘৃণার সহিত কহিলেন "এ তোমার ঈর্ষ্যা পরতন্ত্রতা। যাও২ তোমার কথা কখন বিশ্বাস্য নয়।" মন্ত্রী এত অনিষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু উদারস্বভাবা দয়াবতী দেবল, সেনানীর করে মন্ত্রীর ছিন্ন মস্তক অবলোকন করিয়া "(সজল নয়নে)

"আহা!—হা!—হা! রাজ মন্ত্রীর কি এই পরিণাম?—আমার পিতার প্রতিনিধি! আহা! কোলে নিয়ে এই মস্তকে আমাকে কতবার চুম্বন দিয়াছে—কত দিন ঐ গলা ধরে, মুখের উপর মুখ রেখে কথা বলেছি। (অঞ্চলে মুখ আবৃত করিয়া) বীর প্রবর? মন্ত্রী আমার প্রতি বিশ্বাস ঘাতকতা করে ছিলেন বটে, কিন্তু আমি আজ পিতৃহীন হলেম—আজ আমার পিতৃ শোক পুনরুজ্জীবিত হলো। আমি আর ও মস্তক দেখিতে পারিনা আপনি দূর করুন।"

দেবলের রাজ কুলোচিত অভিমানই বা কত? নগরে মন্ত্রীর ষড়যন্ত্রে নানা উৎপাৎ আরম্ভ হইলে অভিমানিনী দেবল "আপনারা কিছুই উদ্দেশ লয়েন না"। ইহা বলিয়া মন্ত্রী ও কোতয়ালকে ভৎসনা করিলেন। এবং সাভিমানে কহিলেন "আমি যদি পিতার পুত্র হতেম, তাহলে আমাকে এত কষ্ট সহ্য করিতে হইত না। কাফুরের সহিত বাদানুবাদে দেবলের কেমন শরণাগত বাৎসল্য মহা বংশ সম্ভূত অভিমান এবং বীর কুলোচিত বীর্য্য প্রকাশ পাইতেছে—

"কাফুর। রামদেব মন্ত্রীর সঙ্গে যোগ করে আপনাকে এত কষ্ট দিয়াছে, আপনি তাঁকে রক্ষা করিতে এত যত্ন কচ্ছেন।

দেবল॥ আমি তা সব মার্জ্জনা করেছি।

কাফুর। আপনি মার্জ্জনা কল্লে কি হয়? রামদেব সম্রাট-বিদ্রোহী, ইহাকে বিনাশ করা দীল্লীশ্বরের আদেশ।

দেবল। ইহার এক গাছি কেশও স্পর্শ কত্তে পারবে না।

কাফুর। আপনার এই আদেশ আমি রাখতে পারি না।

দেবল। তুমি না রাখলে রাখতে পার, তোমার সম্রাট হইলে রাখতেন।" সম্রাট তুলিয়া কথা বলাতে কাফুরের শোনিত উষ্ণ হইয়া উঠিল। অসিতে হস্ত প্রদান করিলেন। দেবল, তখন স্ত্রীজন সুলভ কোমলতা বিস্মৃত হইয়া সাক্ষাৎ ক্ষত্র তেজো রূপে "বটেরে পাষণ্ড যবন?" বলিয়া কাফুরের যথার্থ অসি উত্তোলন করিলেন। নিম্ন লিখিত কবিতায় তাঁহার কেমন ক্ষত্র কূল প্রতাপ প্রকাশ পাইতেছে।

"দেখাইব কত বীর্য্য নারীর শরীরে।
ভাসাইব ধরা আজি অরাতি রুধিরে॥
ক্ষত্রিয় কুমারী কবে বিমুখ সমরে?
শার্দ্দূল শাবক কভু শীকাবে কি ডরে?"

গ্রন্থকার যদি দেবলের এই মূর্ত্তি চিত্রিত করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন, তবে দেবলকে আমরা সৃষ্টির অনৈসর্গিক কার্য্য বলিয়া স্বীকার করিতাম। কিন্তু নায়িকাকে পৌরুষ গুণে সজ্জিত করিবার সময় কোমলতায় বিভূষিত করিতে ত্রুটী করেন নাই। পিতা মাতা মরণে বিলাপ, নায়কের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ, ধাত্রীর প্রতি মাতবৎ ভক্তি, সহচারী গণের প্রতি ভগিনীবৎ স্নেহ, ইত্যাদি স্ত্রীজন সুলভ কমনীয়তা তাঁহাতে যথেষ্ট আছে।

যাহা হউক নাটক রচনা বিষয়ে গ্রন্থকারের যে বিশেষ নৈপুণ্য আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব আমরা পাঠক গণকে বলিতেছি তাঁহারা গ্রন্থকারকে উৎসাহ দেন।

পেনাল কোডের সংশোধন।

হিন্দুদের ধর্ম্ম শাস্ত্র প্রণেতা ঋষিকুল প্রমুখ ঋষি মনু, বলিয়া গিয়াছেন "নিরপরাধি ব্যক্তিকে দণ্ডদান, এবং অপরাধি দিগকে মুক্তি প্রদান এই উভয় অবস্থাতেই নরপতি অযশোভাগী ও ও নিরয়গামী হন॥" জগতের শান্তি সংস্থাপনের নিমিত্ত যদি দণ্ডবিধি প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহা হইলে মনুর বাক্য প্রকৃত ন্যায়ানুগত তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু, ইউরোপীয় রাজনীতিজ্ঞেরা নিরপরাধি ব্যক্তিদের রক্ষার্থে আরো এত সাবধান যে, তাঁহারা স্পষ্ট বাক্যে বলিয়াছেন "শত২ অপরাধি ব্যক্তি মুক্তি লাভ করে সেও ভাল, তথাপি এক জন নিরপরাধী ব্যক্তি যেন দণ্ড না পায়॥" নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে দণ্ডাধীন করা যে নিদারুণ গর্হিত কর্ম্ম, বোধ হয় ইহা কেবল ভারতবর্ষের নয়,—কেবল ইংলণ্ডের নয়,—সমস্ত সভ্য জন পদের রাজনীতিজ্ঞেরা স্বীকার করিয়া থাকেন॥

ভারতবর্ষের "ফৌজদারী কার্য্যবিধি" নামক সংহিতার (১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ২৫ আইনের) ৪১১ ধারার উপর নির্ভর করিয়া মফস্বলীয় বিচার পতিরা যে জঘন্য স্বেচ্ছাচারিতা বৃত্তি চরিতার্থ করিতে অবসর পাইতেছেন, তাহারই প্রতিবাদ করণার্থে অদ্যাকার এই প্রস্তাবের অবতারণা হইল। ঐ ধারায় এক মাস কারাবাস এবং পঞ্চাশত মুদ্রা দণ্ডের আদেশের উপর আপীলের নিষেধ বিধি আছে। ইহা প্রত্যক্ষ ঘটনা হইতেই সিদ্ধান্ত করিয়া লওয়া যাইতে পারিতেছে যে, যে স্থানে প্রভু শক্তি অসীম ও অপ্রতিহত, সেই স্থানেই স্বেচ্ছাচার সমধিক প্রভাব প্রকাশ করে॥ আমরা, প্রত্যক্ষতঃই দেখিতেছি মফস্বলীয় ডিপুটি প্রভৃতি মহামতিরা, কার্য্যবিধির ঐ ৪১১ ধারার উপর নির্ভর করিয়া, অনেক নির্দ্দোষি ব্যক্তি দিগকে অনেক সময় নিষ্কারণ দণ্ডাধীন করিয়া, আপন২ বৈরনির্যাতন স্পৃহা এবং স্বেচ্ছাচারিতা চরিতার্থ করিয়া থাকেন॥ অতএব, আমরা এই অবসরে দণ্ডবিধি সংশোধনকারি মহোদয় গণের নিকট আবেদন করিতেছি, কার্য্যবিধির ৪১১ ধারাটি একেবারে উঠাইয়া দিন॥ সর্ব্ব প্রকার ফৌজদারি মোকদ্দমারই আপীলের বিধান করুন॥

যশোহর॥ বশম্বদ

শ্রীকৈলাস নাথ বসু

গোহাটি ডিস্পেন্সরী।

মহাশয়।

আমরা ভারতবর্ষের উত্তর পুর্ব্ব সীমা আসাম প্রদেশস্থ পার্ব্বতীয় প্রদেশে বাস করিয়াও লবণ সমুদ্রের কর্ণভেদী গর্জ্জনের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলাম না। আমরা চক্ষু থাকিতেও অন্ধ, কর্ণ থাকিতেও বধির, মুখ থাকিতেও মূক; হস্ত আছে বটে, কিন্তু ভয়ে সর্প ব্যবসায়ীর হস্তে নিপতিত সর্পের ন্যায় একবার প্রবল বেগে ধাবিত হইয়া অমনি দ্বিগুণতর বেগে শঙ্কুচিত হয়। পাঠক বর্গ আমরা কেমন সুখে আছি!

সম্পাদক মহাশয়। একে আমরা নানা ভয়ে সর্ব্বদাই ভীত, তাতে আবার যদি আর কিছুর ভয়ে ব্যস্ত হইতে হয় তবে আর শান্তি কোথায় পাইব। উপযুক্ত চিকিৎসক অভাবে আমরা যে কত ক্লেশ পাইতেছি, সংক্রামক জ্বর ওলাউঠা বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া যে, কত লোক অকালে মরিতেছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বর্ত্তমান ইনচার্জ্জ সিবিল সার্জ্জন মহাশয় হইতে আমরা কিছুই উপকার পাইতেছি না। এদেশীয় ডাক্তারও দুই জন আছেন বটে, কিন্তু তাহারাও সন্দের ভাল। লোকে বলিয়া থাকে "নাই মামার কে কাণা মামাও ভাল"।

সম্পাদক মহাশয়, যত দিন পর্য্যন্ত আমরা এক জন উপযুক্ত সদয় চিকিৎসকের সাহায্য না পাইব তত দিন আর আমাদের মঙ্গল নাই।

আমাদের ডিপুটী কমিসনার সাহেব মহোদয় হসপিটালের উন্নতি করিবার মানসে তাঁহার বাধ্য কার্য্যকারক দিগকে এই আদেশ প্রদান করিয়াছেন যে প্রায় সকলকেই কিছু২ করিয়া চাঁদা দিতে হইবে। সাহেব মহোদয় ইহাও বলিয়াছেন যে, যদি কেহ দিতে অসম্মত হন, তবে তাহাকে অসম্মতের কৈফিয়ত দিতে হইবে। সত্য এরূপ আদেশে বাধ্য হইয়া অনেকে ভয়ে কিছু২ করিয়া দিবে বটে, টাকাও কথকটী সংগ্রহ হইবে বটে কিন্তু প্রকৃত উপকার পাওয়া যাইবে কি না সন্দেহ॥ কেবল ঔষধ আনিয়া ঘরে রাখিলে কি হইবে॥ চালক অভাবে যদি সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র সকল তুলেই রহিয়া যায়, তবে কিছু দিন পরে তাহা মরিচা ধরিয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে॥

সম্পাদক মহাশয়! আমারা ডিপুটী কমিসনর সাহেব মহোদয়কে ইহাই বলিতেছি যে, যদি আমরা এক জন আসিষ্টান্ট সার্জন পাইতে পারি তবে আমরা সকলেই চাঁদা দিতে প্রস্তুত আছি। মাসে২ চাঁদা দিব বটে কিন্তু ঔষধ আনিতে গেলে এক বোতল চিরতার জল॥ এরূপ কার্য্যে চাঁদা দিতে কে ইচ্ছুক? যদি আমাদের ডিপুটী কমিসনার সাহেব মহোদয় প্রকৃত মঙ্গল সম্পাদনে ইচ্ছুক হইয়া থাকেন তবে সকলকে ডাকাইয়া একটী সভা করুন॥ এক জন আসিষ্টান্ট আনয়নের প্রস্তাব করিয়া সকলকে কিছু২ করিয়া চাঁদা দিতে অনুমতি করুন॥ বোধ করি মুক্ত কণ্ঠে সরল হৃদয়ে সকলেই তাঁহার প্রস্তাবের পোষকতা করিবে॥ নচেৎ মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই॥

গৌহাটী } মহাশয়ের একান্ত বশম্বদ
আসাম } শ্রী

বিজ্ঞাপন।

লেখ্য-বিধান।

প্রজা জমিদার কি মহাজন কি খাতক ক্রেতা কি বিক্রেতা প্রভৃতি বিষয়ী লোক দলিল লিখিবার ত্রুটিতে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকেন অতএব লেখ্য সম্পাদন বিষয়ক নিয়ম গুলি একত্র প্রকাশিত হইলে সাধারণের সুবিধা ও ক্ষতি নিবারণের সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া এই পুস্তকখানি সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহাতে রেজেষ্টারি ফীসের তালিকা এবং ১৮৬৯ শালের সাধারণ ষ্ট্যাম্প বিধির তফশীলও সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য এক টাকা মাত্র। কলিকাতা, শীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, ৮২ নম্বর ভবনে, অমৃত বাজার পত্রিকা কার্য্যালয় এবং যশোহরের মুক্তয়ার বাবু চন্দ্রনারায়ণ ঘোষের নিকট প্রাপ্তব্য।

বিজ্ঞাপন

সর্পাঘাত।

অর্থাৎ।

মালবৈদ্য দিগের মতে সর্প দংশন চিকিৎসা॥ উক্ত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে॥ বিক্রয়ার্থ এখানে আছে॥ স্বাক্ষরকারীর প্রতি মূল্য ।০ আনা॥ ডাক মাশুল এক আনা॥ গ্রহণাকাঙ্ক্ষী মহাশয়েরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট লিখিলে উক্ত পুস্তক পাইতে পারিবেন॥

শ্রীচন্দ্র নাথ কর্ম্মকার

অমৃত বাজার নেটিব ডাক্তার॥

ডি, এন মিত্র এবং কোম্পানি॥ ফটোগ্রাফার এনগ্রেবার॥ ৩৮ নং বাটি' পটটোলা পটল ডাঙ্গা কলিকাতা॥ অতি অল্প মূল্যে এবং পরিপাটী রূপে ফটগ্রাফ ও এনগ্রেবিং করিয়া দিতে প্রস্তুত আছেন

সংগীত শাস্ত্র। প্রথম ভাগ।

উল্লিখিত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে॥ উহার দ্বারা নানা বিধ গীতও বাদ্য গুরূপদেশ ভিন্ন অভ্যাস হইতে পারিবেক॥ উক্ত পুস্তক কলিকাতাস্থ সংস্কৃত ডিপোজিটারিতে, কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট বানার্জ্জি এণ্ড্রাদারের লাইব্রেরিতে, এবং নিম্ন স্বাক্ষরকারির নিকট তত্ত্ব করিলে গ্রহণেচ্ছু মহাশয়েরা পাইতে পারিবেন॥ মূল্য ||০ আনা, ডাকমাশুল এক আনা কেহ নগদ ২৫ টাকা বা ততোধিক মূল্যের পুস্তক লইলে শত করা ১২ টাকা এবং ৫০ টাকা বা ততোধিক মূল্যের পুস্তক লইলে শত করা ২৫ টাকা কমিসন পাইবেন॥

শ্রীনীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

যশোহর অমৃত বাজার

এই পত্রিকার মূল্যের

বাবদ বরাৎ চিঠি মনি অর্ডর প্রভৃতি যাঁহারা পাঠাইবেন তাঁহারা শ্রীযুক্ত বাবু মতি লাল ঘোষের নামে পাঠাইবেন।

অমৃত বাজার পত্রিকার এজেন্ট॥

বাবু কেদার নাথ ঘোষ উকীল

যশোহর

বাবু তারাপদ বন্দোপাধ্যায় বি, এ বি, এল

কৃষ্ণ নগর

বাবু হরলাল রায় বি, এ টিচার হেয়ারস্কুল

কলিকাতা

বাবু উমেশ চন্দ্র ঘোষ নড়াল জমিদারের মুক্তিয়ার

কাশীপুর

বাবু দুর্গামোহন দাস, উকীল

বরিশাল

বাবু কৃষ্ণ গোপাল রায়, বগুড়া

যখন গ্রাহকগণ অমৃত বাজার বরাবর মূল্য পাঠান, তখন যেন তাহা রেজিষ্টার করিয়া পাঠান

যাঁহারা ষ্টাম্প টিকিট দ্বারা মূল্য পাঠান তাহারা যেন নিয়মিত কমিসন সম্বলিত এক আনার অধিক মূল্যের টিকিট না পাঠান।

ব্যারিং কি ইন্‌সাফিসিয়ান্ট পত্র আমরা গ্রহণ করি না।

অমৃত বাজার পত্রিকার মূল্যের নিয়ম

অগ্রিম।

বার্ষিক ৫ টাকা	ডাক মাশুল ৩ টাকা	
ষাণ্মাসিক	৩	১।।০
ত্রৈমাসিক	২	৸০
প্রত্যেক সংখ্যা	।০	⁄

বিনা অগ্রিম:

বার্ষিক ৭ টাকা	ডাক মাশুল ৩ টাকা	
ষাণ্মাসিক	৪৸০	১।।০
ত্রৈমাসিক	৩	৸০

এই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যের নির্ণয়।

প্রতি পংক্তি।

প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার	⁄৫
চতুর্থ ও ততোধিকবার	⁄

☞ এই পত্রিকা যশোহর অমৃত বাজার অমৃত প্রবাহিণী যন্ত্রে প্রতি বৃহস্পতিবারে শ্রীকৈলাস চন্দ্র রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়॥